গন্ধবণিক সম্প্রদায় ও সমাজ

পুরাকালে মধ্য এশিয়ায় কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটবর্তী স্থান হইতে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া সিন্ধু নদের তীরবর্তী স্থানে আসিয়া আর্যরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেখানে অল্পায়াসে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। সুতরাং, উদর পূরণের জন্য তাঁহাদের বিশেষ কোন চিন্তা ছিল না। দেশের শোভায় তাঁহাদের মনও আনন্দে ভরিয়া থাকিত। মনে স্ফূর্তি থাকিলে শরীর সবল হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ ভাবে বিকাশ হয়। তাঁহারা সুন্দর সুন্দর শ্লোক রচনা করিয়া জলদেবতা, বায়ুদেবতা, অগ্নিদেবতা, সূর্যদেবতা, শস্যদেবতা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জিনিস ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিকট হইতে পাওয়া যায় বা তাঁহারা আমাদিগকে যোগান, এই জ্ঞানে কৃতজ্ঞ ভাবে স্তুতিগান করিতেন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শ্লোকগুলি পরে একত্রিত হইয়া ছিল। ইহারই নাম ঋগ্বেদ। ইহাই হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ইহার পূর্বে জগতে আর কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই।

আর্যরা দলবদ্ধ হইয়া এক একটি গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহারা নিজেদের সমস্ত কার্য নিজেরাই সমাধা করিতেন। তাঁহারা চাষ করিয়া উদর পূরণ করিতেন, পশুপালন করিতেন আর সুমধুর ছন্দে দেবতা গণের স্তবস্তুতি করিতেন। আর্যদের অভাব খুব কম ই ছিল, অল্পেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহারা প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেরা উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লৌহের দ্বারা অস্ত্র নির্মাণ, সুতা কাটিয়া বস্ত্রাদি বয়ন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ভিন্ন ভিন্ন দক্ষ লোক করিতেন এবং এই বিভিন্ন কর্মদক্ষ লোক গ্রামের মধ্যেই বাস করিতেন। তাঁহাদেরই কামার, কুম্ভকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, স্বর্ণকার প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত। ক্রমে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারের জন্য পূজাপাঠ, অর্চনা, ভগবৎভাবনা আরম্ভ করিলেন। অত্যস্থ ব্যক্তিরা পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ, স্তবাদি পাঠ করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন। আর যাঁহারা দস্যু, তস্কর, দুর্বৃত্ত দিগের হস্ত হইতে শস্যাদি, ফসল, স্ত্রী পুত্র পরিজন, ক্ষেতখামার প্রভৃতি পাহারা দিতেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইতেন। ইহাদের মধ্যে আর একদল ব্যক্তি যাঁহারা উৎপন্ন ফসল, বস্ত্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর দ্বারা হস্তে প্রস্তুত অস্ত্রশস্ত্রাদি, বাসনাদি ও নানাপ্রকার দ্রব্যাদি স্থানান্তরে গিয়া ঐ দ্রব্যসমূহের পরিবর্তে অন্যান্য দ্রব্যাদি আনিয়া নিজেদের মধ্যে বণ্টনাদি করিয়া লইতেন, তাঁহারাই বৈশ্য নামে অভিহিত হইতেন। আর যাঁহারা এই কার্যে সহায়তা করিতেন তাঁহারাই শূদ্র নামে পরিচিত হইতেন।

ক্রমান্বয়ে ইহাদের সন্তান সন্ততিরা বিভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হইলেন। এইরূপে চারি বর্ণ বা বিভাগ সৃষ্টি হইল। যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণরাই ধর্মকর্ম করিতেন বলিয়া পূজনীয় হইয়াছিলেন। ধর্মের প্রতি লোকের আস্থা ছিল।

যাহা কিছু সুন্দর বা মহৎ জাতির মধ্যে দেখিতেন তাহারই স্তবগান করিতেন। আকাশ, অগ্নি, সূর্য্য, পৃথিবী, সমুদ্র এ সমস্তই যে ঈশ্বরের ভিন্নভিন্ন বিকাশ তাহা তাঁহারা বুঝিতেন। ঈশ্বরের উপাসনাই আর্যদের ধর্মের সার তত্ব।

ক্রমে বংশ বিস্তার হইলে ক্রমশঃ সিন্ধুনদ পার হইয়া পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আসিতে লাগিলেন। এই সকলের মধ্যে কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, কৌশাম্বি, কোশল, বিদেহ, কাশী, মগধ, চেদী প্রভৃতি নামে ছোটছোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় আর্যগণ যাযাবরত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী আবাসে বাস করিতে লাগিলেন ও পরিবার বা জীবন ক্রমশঃ গঠিত হইয়া পরিবারই রাজ্যের মূল ভিত্তিতে পরিণত হইল। কতগুলি পরিবার বা গৃহস্থ লইয়া গোত্রের সূচনা হইল। ভিন্নভিন্ন গোত্রের ভিন্নভিন্ন ঋষি গোত্রপতি হইলেন এবং কতগুলি গোত্র মিলিয়া জাতিরূপে পরিণত হইল। বৈশ্য জাতির মধ্যে যাঁহারা ব্যবসায়বৃত্তি করিলেন তাঁহারাই বৈশ্য জাতির মধ্যে বণিক জাতি বলিয়া খ্যাত হইলেন। যাঁহারা স্বর্ণরৌপ্যাদির ব্যবসা করিতেন তাঁহারা সুবর্ণবণিক, যাঁহারা গন্ধাদি দ্রব্য ও মশলা ইত্যাদির ব্যবসা করিতেন, তাঁহারাই গন্ধবণিক, যাঁহারা পিতল, কাঁসার, তাম্র ইত্যাদির ব্যবসা করিতেন তাঁহারা কংসবণিক এবং যাঁহারা শঙ্খ ও কড়ি প্রভৃতির ব্যবসা করিতেন তাঁহারা শঙ্খবণিক নামে পরিচিত হইলেন। এই বণিক সম্প্রদায় সকলেই বৈশ্যবর্ণ উদ্ভূত, দ্বিজাতি এবং উপবীত ধারী।

সঙ্কলক **:** সুজয় কৃষ্ণ দত্ত - বরাহনগর (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)

সংগ্রাহক **:** অমিত কুমার দত্ত - বরাহনগর

File : Gandhabanik samaj